দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 03 FEB 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... 3 ...

নকলের অবাধ স্বাধীনতা

কণিকা মাহফুজ

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়—? কেউ না। চাওয়া, না-চাওয়ার ওপরে জীবনের সব পাওয়া নির্ভর করে—তা নয়। তবু স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষিত। আর সে স্বাধীনতা যদি অবাধ হয় তাহলে আরও ভালো। যদিও টেক্সটবুকের সংজ্ঞায় অবাধ স্বাধীনতা বলে কোন কিছু নেই। একজনের স্বাধীনতা আর একজনের নাকের ডগা পর্যন্ত। অর্থাৎ এমন কিছু করবার স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না যাতে অন্যের নাকের ডগায় আঘাত লাগে। বাস্তব জীবনে অবশ্য অন্যের নাকে আঘাত করবার স্বাধীনতা অনেক সময় পাওয়া যায়, তেমন হিম্মত থাকলে এ স্বাধীনতা অবাধও হতে পারে কিছুটা। আবার অনেক স্বাধীনতা কিছুতেই পাওয়া যায় না। একেবারে সোনার হরিণ।

কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা আজকাল অবাধ নকল করবার স্বাধীনতা দাবী করছেন। বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনাযোগ্য। পরীক্ষার্থীদের একটা অংশ সব সময় নকল করার স্বাধীনতা ভোগ করে আসছেন, আমরা জানি পরীক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশ যাতে এ স্বাধীনতা পায় সে জন্যে নানা রকম ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। কেন্দ্র পাল্টাপাল্টি হয়। রাজধানীর পরীক্ষার্থীরা মফস্বল শহরে পরীক্ষা দিতে যায়, আবার মফস্বল শহরের পরীক্ষার্থীরা যায় গ্রামে। তবু বৈষম্য দূর হয় না। সবাই সমানভাবে এ সুযোগ ভোগ করতে পারেন না। আমাদের সমাজে বৈষম্যই পাকাপোক্ত ব্যবস্থা এ কথা মানি। সব ক্ষেত্রেই বৈষম্য থাকবে। তবু বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও থাকে। সত্যি বলতে কি বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলাটাই ফ্যাশন। চলতি রেওয়াজ।

নকলের ক্ষেত্রেও যে একই-ভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা উঠবে, এটা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিতে হয়। নকল ছিল, আছে এবং থাকবে বলেই মনে হয়। পুলিশ প্রহরা থেকে শুরু করে পরীক্ষা কেন্দ্রের এলাকায় কারফিউ পর্যন্ত জারী করেও খুব লাভ হয়নি। সারভাইভালের পরীক্ষায় নকল তার উপযুক্ততা প্রমাণ করে টিকে গেছে। টিকেই যখন গেছে, অর্থাৎ নকলের অস্তিত্ব আমরা বাধ্য হয়ে হলেও যখন মেনেই নিয়েছি তখন তাকে স্বল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে অন্যদের বঞ্চিত করা কেন? অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা খুব কঠিন কাজ হবে বলে মনে হয় না। নকলে অবাধ স্বাধীনতার দাবী অত্যন্ত যুক্তিসম্মত বলেই তো মনে হয়।

চিন্তা করে দেখতে গেলে নকলের উদ্দেশ্য মোটেই মন্দ নয়, নতুনও নয়। নকলের উদ্দেশ্য পাস করা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার চিরন্তন ধারা থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন কিছু নয় তো, শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ান (অবশ্য যদি ক্লাস হয়), নোট দেন, সাজেশন দেন—সব তো ওই একই উদ্দেশ্যে। পরীক্ষায় পাস করতে। এক সময় শিক্ষার্থীরা এসব মুখস্ত করার চেষ্টা হয়ত করত। এ যুগের শিক্ষার্থীরা এ কষ্টটুকুও আর স্বীকার করতে রাজী নন। সব কিছু সহজ সরল করে নেয়াই এ যুগের ধর্ম। পাস করাই যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য তখন নকল করে পাস করায় ক্ষতি কোথায়?

এমন কথা এখন আর কেউ নিশ্চয় বলে বসবেন না যে জ্ঞানার্জন শিক্ষার উদ্দেশ্য। বললে তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য হবে না। স্কুলে এখনও 'নলেজ ইজ পাওয়ার' কথাটা বোধ হয় মুখস্ত করানো হয়। ওতে আক্ষরিক অর্থে নলেজের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা জন্মায় না, তবে পাওয়ারের প্রতি—হ্যাঁ তা জন্মায়। প্রভাব প্রতিপত্তি এসবের প্রতি আকর্ষণটা মজ্জাগত। এ সমাজে এসব না হলে চলেও না। নলেজ থাকলেও সই, না থাকলেও সই—কোথাও আটকায় না যদি ওই বাক্যাংশের প্রেডিকেট অর্থাৎ পাওয়ার, প্রভাব প্রতিপত্তি এসব থাকে। এসব থাকলেই জীবন কুসুমাস্তীর্ণ। তাই জীবনের গোড়া থেকেই এসবের জন্যেই সাধনা করতে হয়। জীবনে যে যেখানে যতটুকু প্রভাব খাটাতে পারি, সুযোগ কখনও হেলায় নষ্ট করি না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন ফরাসী শিক্ষাবিদ বলেছিলেন, ফ্রান্স ওয়াজ সেভড বাই হার আইডলারস, তিনি বলতে চেয়েছিলেন স্কুলপালানো ছেলেরাই ফরাসী দেশকে রক্ষা করেছে। সে সময় ফরাসী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশের মত ছিল কিনা, তা অবশ্য জানা যায় না। সম্ভবত এতখানি তারাও কল্পনা করতে পারতেন না। আমাদের সমাজের পরীক্ষার্থীরা কঠোর বাস্তবতা থেকে জীবনের সার কথাটা বুঝে নিয়েছে। জ্ঞানের ভাণ্ডার ধনের ভাণ্ডার নয়, সুখের ভাণ্ডারও নয়। জ্ঞানার্জনের শখ আমাদের পোষায় না। আমরা শৌখিন নই অথবা শৌখিন হবার সুযোগ আমাদের নেই। বাজারদরের কষ্টিপাথরে যাচাই করে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে শিখছি। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা গৌণ হয়েই আছে। এক সময় হাকিম হবার জন্যে, ডেপুটি হবার জন্যে শিক্ষা ছিল, এখন লক্ষ্যটা বদলেছে, লক্ষ্যার্জনের পথও আধুনিক হয়ে উঠবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই তো।

শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানার্জনের সম্পর্কটা যখন প্রত্যক্ষ নয়, পাসই যখন লক্ষ্য, তখন নকলের পাসে এমন আর কি অশান্তি ঘটে? তবে একটা বিষয়ে অবশ্য আমরা একমত, নকল যদি থাকেই তাহলে তার সর্বজনীন অধিকারই কাম্য। ফেয়ার কমপিটিশনের স্বার্থেই কেউ নকল করবে, কেউ করবে না—তা হবে না। পরীক্ষায় নকল থাকলে আমরা নকলে অবাধ স্বাধীনতার পক্ষেই আছি।